দৈনিক বাংলা

তা... 30 OCT 1990
পৃষ্ঠা... ১... কলাম... ৪...

31

# পুষ্টি ভবনে বিস্ফোরণের তদন্ত হচ্ছে ঃ আহতদের অবস্থা আশংকাজনক

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণে আহত পাঁচজনের অবস্থা এখনও আশংকামুক্ত নয়। গতকাল উন্নত চিকিৎসার জন্য আহত চার-জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সিএমএইচ-এ স্থানান্তর করা হয়। দুর্ঘটনার প্রথম দিনেই আহত ছাত্রী নাসিমা খাতুনকে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়।

গ্যাস লাইন দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার মকবুল হোসেনের অবস্থা খুবই গুরুতর। গতকাল পর্যন্ত তার জ্ঞান ফেরেনি। আহত ছাত্র শামসুল আরেফিনের অবস্থা অন্য চারজনের চেয়ে কিছুটা ভাল। আহতদের স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে।

এদিকে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি গতকাল তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। তদন্ত দলটি গতকাল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারও নেয়। তদন্তদলের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞও ছিলেন। তদন্ত কমিটি ছাড়াও গতকাল

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

## অবস্থা আশংকাজনক

(প্রথম পৃঃ পর)

পুলিশের একটি বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল, দমকল বাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ এবং পেট্রোবাংলার পরি-চালক ও তিতাস গ্যাসের এমডি পৃথকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ জানান, ঘটনাস্থলে আজও তারা পরিদর্শনে যাবেন। গতকাল পর্যন্ত তাদের ধারনা গ্যাস লাইন থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে কোন কেমিক্যালস থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে কিনা তা তারা খতিয়ে দেখবেন। এই বিস্ফোরণ কিভাবে ঘটেছে এবং এর কারণ কি সে সম্পর্কে দু'একদিনের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেয়া সম্ভব হবে বলে তিনিজানান।

এদিকে পুষ্টি ইন্সটিটিউটের এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে দু' ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। একটি সূত্রমতে ইন্স-টিটিউটে গ্যাস লাইন মেরামতের সময় একজন মিস্ত্রী গ্যাস চুলার চাবি খুলে চুলা ধরাতে গিয়ে দেখেন তার কাছে ম্যাচ নেই। তিনি গ্যাস বন্ধ না করেই বাইরে ম্যাচ আনতে যান। পরে বাইরে থেকে ম্যাচ না এনে একটি কাগজের টুকরায় আগুন ধরিয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করতেই ঘরে জমা হয়ে যাওয়া গ্যাস দপ করে জ্বলে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যাসলাইন পুরোটায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে।

তবে এ সম্পর্কে পুলিশের বিস্ফো-রক বিশেষজ্ঞ দলের ধারণা ভিন্ন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। সূত্রটি জানায়, এই বিস্ফোরণ কোন বিস্ফোরক পদার্থ থেকেই ঘটেছে বলে পুলিশ ধারণা করছে। পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর লোকজন ঘটনাস্থল থেকে কিছু সীসা জাতীয় পদার্থও উদ্ধার করেছে বলে জানাগেছে।

সূত্রটির মতে, যেখানে বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই ঘরটি এয়ার টাইট অর্থাৎ একেবারে বদ্ধ অবস্থায় ছিল না। কিচেনের দরজা এবং ভেন্টিলেটর দিয়ে কক্ষে বাতাস ঢুকেছে। ফলে এখানে গ্যাস ভারী অবস্থায় জমা হতে পারে না। সামান্য গ্যাস ঘরে থাকতে পারে। তাতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। ইন্সটিটিউটের হাসপাতাল কক্ষটির জানালার কাছে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে কার্বন 'স্পট' রয়েছে। অথচ অন্য কোন জায়গায় কার্বনের 'স্পট' নেই। সূত্রটির মতে, এখানে লিকুইড অথবা পাউডার ফর্মে কোন বিস্ফোরক ছিল, যা আগুনের সংস্পর্শে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

বিস্ফোরণ কবলিত পুষ্টি ইন্সটি-টিউট গেটে পুলিশ প্রহরা রয়েছে। ইন্সটিটিউটের হাসপাতাল বিভাগের নার্স সুরুচি মজুমদার জানান, তিনি অল্পের জন্য এই দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তিনি এসময় হাসপাতালের গেট থেকে একটু দূরে বারান্দায় ছিলেন। হঠাৎ শোনেন বিস্ফোরণের বিকট শব্দ। কিছুক্ষণ পর দেখেন পড়ে আছে ইঞ্জিনীয়ার মকবুলের বিকৃত দেহ। উল্লেখ্য, এ হাসপাতালটিতে আমাশয় ও কলেরা রোগীদের নিয়ে রিসার্চ করা হয়।

ইন্সটিটিউটের শিক্ষিকা ডাক্তার খালেদা ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার সময় তিনি ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীতে একটি বই জমা দিতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে তিনি আতংকিত হয়ে পড়েন। বইটি তিনি কোথায় ফেলেছেন কিছুই বলতে পারেন না। পরে তিনতলা থেকে নেমে এসে ইঞ্জিনীয়ার মক-বুলের বিকৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বাকীদেরও দেখেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে।